নিশীথে বিশ্রাম করি তব স্নেহ ছায়,
জাগিয়া মেলিনু আঁখি দীপ্ত রবিভায়
সুনীল অম্বর তলে, স্নিগ্ধ সমীরণ
কুসুম সুরভি রাশি করিছে বহন।
গাহিছে ললিত কণ্ঠে বিহঙ্গের দল,
এখনো এখনো প্রাণ রয়েছে নির্ম্মল।
এখনো সংসার কথা ভাবনা আসিয়া,
অন্য দিকে হিয়া মোর লয়নি টানিয়া।
এসো তুমি নিরালায় গোপন হৃদয়ে,
সার্থক জীবন হবে তোমারে পূজিয়ে।

(২)

আমার ভিতরে কিছু রাখনা গোপন,
সকলি করিয়া নেছ তোমারি আপন।
তোমার দৃষ্টির আড়ে কি লুকায়ে রাখি,
তুমি অন্তর্য্যামী তব ঐ দুটি আঁখি
সতত দেখিছ চেয়ে, লজ্জানত হয়ে
তোমার সম্মুখে দৃষ্টি লতেছি ফিরায়ে।
হে দেবতা হে আমার অন্তরের ধন,
রেখনা রেখনা আর কিছুই গোপন।
এ হৃদয় বিছাইয়া সমুখে তোমার,
দেখাতেছি একে একে, কর আপনার
আমার যা কিছু আছে সর্ব্বস্ব বিলায়ে
লভি প্রীতি, শান্তি স্নিগ্ধ এ হৃদয় ছায়ে।
লও লজ্জা, লও ভয় লজ্জা-নিবারণ
পাপ তাপ, হরি কর সুন্দর শোভন।

(৩)

কি বলে তোমারে আজি করি সম্বোধন,
তুমি অন্তরেতে আছ অন্তরের ধন।
কি করে করিব বন্দী ভাষার মাঝারে,
কি বলে প্রাণের কথা জানাই তোমারে ?
নাহিক সে শক্তি মম, নিস্তব্ধ হইয়া
তোমারি সৃষ্টির পানে, চেয়ে মুগ্ধ হিয়া।
কি আশ্চর্য্য নিয়মেতে বিশ্ব চরাচর
বাঁধিয়াছ, একি ভাবে ঘুরে নিরন্তর।
আপন কর্ত্তব্যে মগ্ন জগৎ সংসার,
শুধু কি বিফলে দিন কাটিবে আমার ?
কি হেতু পাঠালে মোরে বল সেকি কাজ,
কি ব্রত সাধিব হেতা ওগো রাজরাজ
যে আজ্ঞা করিবে মোরে দেখাবে যে পথ,
যেন তোমারেই পাই পূরে মনোরথ।

বিধবা।

(তাহেরপুরের স্বর্গীয়া রাজকুমারী
সুমতিদেবীর রচিত।)

কে চাও দেখিতে দেবী দেখ হেতা আসিয়া।
এমন মহিমাময়ী,
মানবীয় রিপুজয়ী,
দেবী আর নাহি কোথা এ ভারত ছাড়িয়া॥
শুভ্র বাস শুদ্ধ মতি,
তেজস্বিনী স্নিগ্ধ জ্যোতি,
সুখ শান্তি আত্মস্বার্থ বিলাসিতা ত্যাগিয়া।
আপন মহিমা ভরে,
অবনী উজ্জ্বল করে,
ভারতবিপিনে:দেখ রহিয়াছে ফুটিয়া।
এবে এই দেশে ভাই,
দেখাবার কিছু নাই,
ভারতের বল বীর্য্য গেছে সব নিভিয়া॥
শুধু অই এক কোণে,
ফুটে আছে অযতনে,
ভারতের গর্ব্ব যাহা দেখ সবে চাহিয়া।
আন পুষ্প, আন বারি,
অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
জীবন সার্থক কর অই দেবী পূজিয়া॥

(ধর্ম্মপ্রচারক হইতে উদ্ধৃত)।

নানা কথা।

বৌদ্ধধর্ম্ম।—২৮এ অক্টোবর তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসে প্রকাশ যে বৌদ্ধধর্ম্ম ইউরোপে বিস্তার লাভ করিতেছে। দিন দিন অনেকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। জার্ম্মেনি, ইংলণ্ড ও হঙ্গেরিতে এইরূপ দীক্ষিতের সংখ্যা অধিক।

বাইবেল।—১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বাইবেলের প্রথম (authorised version) সর্ব্ববাদী সম্মত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আগামী বৎসর আসিলে উহার ঠিক তিন শত বৎসর পূর্ণ হইবে। ঐ বৎসরকে স্মরণীয় করিবার জন্য আয়োজন হইতেছে।

মৃত্তিকা।—মৃত্তিকাতে আরোগ্যজনক গুণ নিহিত আছে। স্পেনের অন্তর্গত La Toja নামক স্থানের মৃত্তিকার ঐ গুণ সমধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। ঐ মৃত্তিকামিশ্রিত জলে স্নান ও উহার প্রলেপ বাতরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বিলাতের অনেক চিকিৎসালয়ে ঐ মৃত্তিকার সামগ্রী ব্যবহৃত হইবার কথা চলিতেছে। London medical Exhibition এ পরীক্ষার্থ নানা স্থানের মৃত্তিকা আসিতেছে। মৃত্তিকাতে যে এরূপ নানা গুণ আছে, তাহা দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্রে অপরিজ্ঞাত নহে।

নীরবতা—George Montagu Hawkins বিগত ১১ বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র ৬টি বার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি যক্ষ্মা-রোগে Winchester work-house এ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সময়ের ভিতরে তিনি সহাস্য মুখে বেড়াইতেন। বাক্য উচ্চারণ করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, অথচ তিনি কথা কহিতেন না। ঔষধ ও পথ্য যখন যাহা তাঁহাকে দেওয়া হইত, তাহা তিনি অবাধে গ্রহণ করিতেন।

যন্ত্র।—বিমান-বিহারী-যন্ত্রের দিন দিন যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে উহা ভবিষ্যতে যুগান্তর আনয়ন করিবে। যদিও যাঁহারা এই যন্ত্রে পরিভ্রমণ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বিনাশ ও মৃত্যুর সংখ্যা সমধিক, তথাপি তাঁহাদের উদ্যম চেষ্টা অর্থব্যয় ও সাহস নিতান্তই বিস্ময়কর। এইরূপ দুর্দ্দাম্য চেষ্টা কেবল বিলাতেই সম্ভব।

বৃহৎ উল্কা।—একটি সুবৃহৎ উল্কা বিগত ৩ রা অক্টোবর ৮॥০ টার সময় ট্রান্সভালের অন্তর্গত জোহানস্বর্গের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে সময়ে তাহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে ১৫০ মাইল মাত্র ছিল। আকাশ তিন মিনিট আলোকিত হইয়াছিল। লোকগণ সন্ত্রস্ত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিল; মনে করিয়াছিল যে প্রলয় বুঝি সম্মুখে। উহার দীর্ঘ লেজও পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

কাশীধাম।—কাশীতে সারদোৎসব উপলক্ষে কাশীধাম-ব্রাহ্মণসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। দেশ বিদেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ একদিন বক্তৃতা করেন। তাহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

দেবালয়—আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিগত ২৮ এ আশ্বিন শনিবার শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দিন গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে চারিজনকে বেদ-শিক্ষার্থ কাশীতে প্রেরণ করেন, কুমুদবাবু তাঁহাদের অন্যতম ৺রমানাথ তত্ত্ববাগীশের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র।

মাংস ভোজন।—মাংসের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় ফ্রান্স দেশে ইতর সাধারণের মধ্যে নিরামিষ ভোজনের পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। ডাক্তার Pascal পাস্কল সাহেব ঘোটক-মাংস ব্যবহারের পরামর্শ দিতেছেন। তিনি বলেন ঐ মাংস পুষ্টিকর অথচ সুলভ। কিন্তু ঘোটাক-মাংস-ভক্ষণ অনেকের সংস্কারবিরুদ্ধ। ১৮৬৬ খৃঃ পারিসে কেবলমাত্র একজন ঘোটক-মাংস বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু এক্ষণে সমগ্র ফরাসী দেশে ৮০০ জন এবং তাহার মধ্যে কেবলমাত্র পারিসে ও তাহার সান্নিধ্যে ৫৫০ খানি ঘোটক-মাংস বিক্রেতা আছেন। বিগত ১৯০৭ সালে ৬০১৭৫ ঘোটক মাংসার্থ নিহত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ১১৪১টি গর্দ্দভ (donkey) এবং ৪৬৩টি অশ্বতরের প্রাণ ঐ কারণে বিনষ্ট হয়। বলা বাহুল্য নিহত অশ্বগুলির মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল। লোকে জঠর জ্বালায় ও দারিদ্রে ঘোটক-মাংসের প্রতি পূর্ব্ব সংস্কার ছাড়িতেছে।

অমৃতবাজার। ২৮এ অক্টোবর।

---

২০ শে আশ্বিন হইতে ৩০ শে আশ্বিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১৲
” ” কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	ঘোষনগর	৪৲
” ” মহেশচন্দ্র ঘোষ	বাঁকুড়া	৫৸০
” ” সুশীলকুমার ঘোষ	বর্ম্মা	৫৲
” ” প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত	কুমিল্লা	৩।০
” ” হরকুমার সরকার	ঘোড়ামারা	৯৷৶০

সপ্তদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।
৮১১ সংখ্যা — ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

শান্তিনিকেতনে বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা।

প্রতিদিন আমাদের যে আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বলবেশ পরে আমাদের সকলের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন—জাগো আজ, আশ্রমবাসী সকলে জাগো।

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে বিশ্বের কত হাজার রকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌তে থাকে তখনি আমাদের জাগা;—আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুইদিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারচে, বল্‌চে জাগো। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আস্‌চে বল্‌চে জাগো। যেখানে সেই বড়র আহ্বানে আমাদের ছোটটি তখন সাড়া দিচ্চে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়্‌চে, প্রত্যেক তারটিকেই বল্‌চে, জাগো। যে তারটি জাগ্‌চে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সঙ্গীত। যে তার শিথিল, যে তার জাগ্‌চে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সঙ্গীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছিতে হয়।

এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমারা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগ্‌তে এসেছি তা কি আমরা জানি! প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্ঘাটিত হয়েছে তা, কি আমাদের স্মরণ আছে? জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দ্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে—মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে? অনন্তের মধ্যে, আমাদের এই যে জাগরণ, এই যে নানাদিকের জাগরণ, গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা ত এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ, যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন—তিনি তাঁর হাজার-মহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন—এই মনুষ্যত্বের মুক্তদ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌চে—সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না—ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে না যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল 'স কৃপণঃ' সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই যে জাগা, এও কি একটি মাত্র জাগ-

রণ? গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা। আমাদের চোক-কান আমাদের হাত-পা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ করে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মধ্যে এমন কয় জন আছে? তার-পর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে—বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে—যেখানে সাড়া দিচ্চে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্চে—যেখানে সাড়া দিচ্চে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্মউপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্চে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহাউদ্বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে—বলচে, ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড় করে জান! বল্‌চে, নিজের কৃত্রিম আচারের কাল্পনিক বিশ্বাসের অন্ধসংস্কারের তমিস্র আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্য জাগ্রত হও—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি—যে জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সঙ্কোচ বিদীর্ণ করে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি—সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরব রাগিণীর প্রভাতীগান ধরেছেন—আজ আমাদের উৎসব সার্থক হোক্।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোট আর-একদিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটাতে আমি কেবল মাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি ত একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মত ছোট আর কে আছে! আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যে দিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শত সহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ির সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,—আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোক-লোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি; সেই খানে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে! এই বড়র দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটর দিকে কখনই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহঙ্কারের অতীত সেই আমার বড় আমিকে সকলের চেয়ে বড় আমির মধ্যে দেখিবার দিনই হচ্চে আমাদের বড় দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা' আর-কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্চে এই যে আমিত্ব বলে' একটি জিনিষ এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জান্‌চি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগ্‌চে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমি হচ্চি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই যে ঘর ভাঙ্গবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্চেন উনি। পৃথক্ না হলে মিলনও হয় না। তাই দেখতে পাচ্চি সমস্ত জগৎজুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলি পরস্পর বোঝাপড়া করচে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা;—তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলচে আর এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্চে। এম্‌নি করে আমি এবং আমি-নার মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার ভাটা চলেচে। এম্‌নি করে আমি আমাকে জান্‌চি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানচি এবং সকলকে জানচি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানচি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে বলে' আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব! যেদিকে সে পৃথক্ সেই দিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ সেইদিকে তার পাপ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে ত্যাগ সেইদিকে

তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেই দিকেই তার কঠোর অহঙ্কার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্য্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আর একদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্চে দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রার্থনা; অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোমামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর ছটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন :—

যব হম রহল রহা নহি কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ এই আমি একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্চে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেল্‌তে চাননা, এ'কে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী; এ'কে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্চেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠ্‌চে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ, যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেই জন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই আমার মত তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরে সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেই জন্যেই আমাকে নইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেই জন্যই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেই জন্যই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাক্‌ব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোট হয়ে সংসারী হয়ে সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড় দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কি করে? তাই প্রতিদিনের মধ্যে মধ্যে এক একটি বড়-দিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়দিনগুলি হচ্চে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড় দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়দিনগুলি সূর্য্যকান্ত মণির মত গাঁথা হয়ে যাচ্চে; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বল্‌ছিলুম আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে; আজ নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রসনচৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজ্‌চে, কেবলি বাজ্‌চে, ভোর থেকে বাজ্‌চে আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দ ক্ষেত্র। কেন? কেন না, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চল্‌চে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের সেই বড় কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সঙ্গীতটি আজ কে বাজাবেন? সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্চে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুল্‌চেন; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদ-মিলনের ঝঙ্কারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলি উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়্‌চে; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্চে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্চে।

বীণার তারগুলো যখন বাজেনা তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়—তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্য্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক কেউবা লোহার কেউবা পিতলের তবু এক কেউবা সরু সুরের কেউবা মোটা সুরের তবু এক—তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতম মিলটি সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায় দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই সতন্ত্র হোক্‌ গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে সংসারের বীণাতে প্রতি-

দিন তার বাঁধা চলচে, স্থর বাঁধা এগচ্চে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেস্থর! তখন চেষ্টার মূর্ত্তি কষ্টের মূর্ত্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেস্থরকে সমগ্রের স্থরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে এক এক সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে!

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয় তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই—কেবলি বুঝি এই টানাটানি ধাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন কেবলি খেটে মরা, কেবলি উঠা পড়া, কেবলি অহং যন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া—কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিমাণ নেই—কেবলি দিনযাপন মাত্র!

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে তিনি কেবলি কি কঠিন হাতে, নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের স্থরই বাঁধ্চেন? তা ত নয়। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কারও দিচ্চেন। কেবলি নিয়ম? তা ত নয়! তার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ! প্রতিদিন খেতে হচ্চে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠ্চে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মান্‌তে হচ্চে বটে কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠচে। দায়ও যেমন কঠোর, খুসিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার স্থবিধেই হচ্চে ঐ! তিনিই সব স্থরের রাগিণীই জানেন। যে ক'টি তার বাঁধা হচ্চে, তাতে যে ক'টি স্থর বাজে কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুল্‌তে পারেন। পাপী হোক্ মূঢ় হোক্ স্বার্থপর হোক্ বিষয়ী হোক্, যে হোক্ না, বিশ্বের আনন্দের একটা স্থরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়? তা হলেই হল; সেই স্থযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝঞ্ঝনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা কিছু স্থর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা কোনো স্থর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহঙ্কারের সঙ্গে যার মিল নেই—যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে, যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে, সেই স্থরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতি ক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই স্থরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই স্থরে সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই স্থর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা অন্নদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্ত্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই স্থরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকায়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে স্থর যখন বাজেনা তখন আমরা ধূলির ধূল, তখন আমরা প্রকৃতির অতি ভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আলোকে সূর্য্যকে চন্দ্রকে পর্ব্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড় বলে দেবতা বলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সঙ্কল্প সঙ্কীর্ণ, আমাদের আশা ছোট, আকাঙ্ক্ষা ছোট, বিশ্বাস ছোট, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোট। তখন কেবল খাও, পর, সুখে থাক, হেসে খেলে সময় কাটাও এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার স্থর যখন বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে তখন কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্য্যের দর্শক, জগৎঐশ্বর্য্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দভাণ্ডারের অংশী—তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সঙ্গীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃত লোকে জাগ্রত হই! আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি মর্ত্তজীবনকে অনন্তজীবনের মধ্যে বিস্তৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে! কত জীব তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত স্থর, কত দেশে কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখ দুঃখের, জন্ম মৃত্যুর, আলোক অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত অভিঘাতে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! ধন্য আমার প্রাণ, যে, সেই অনন্ত

আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই আমিটুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মীড়ের পর মীড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্য্যের আলোয় বাজ্‌চে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠ্‌চে। সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মত এমন কত আমির তার আকাশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌চে। কি সুন্দর আমি! কি মহৎ আমি! কি সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মন প্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধরে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সঙ্কোচ নেই, কোথাও সঙ্কোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই;—স্বার্থের সঙ্কোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সঙ্কোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সঙ্কোচ—কিছুমাত্র না! সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্‌ করচে, তার উপর বিশ্বপতির আঙুল যখন যেমনি এসে পড়চে অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ বেজে উঠচে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্চে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্ম্মরিত হয়ে উঠ্‌চে, পশুপক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিল্‌চে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্চে না; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে সকল ধর্ম্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ, সূর্য্যের সহস্র কিরণের মত অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। সর্ব্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, সে উন্মুক্ত; প্রশস্ত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানিনে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যত দিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জান্‌চি, ছোট চিন্তায় ছোট বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্চে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্ম্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারিদিকে শ্রী নেই, ততদিন তোমার জগদ্ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্চে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করচি ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই, ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলে গণ্য করি, ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারিনে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই, ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মত আপনাকে কেবলি পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চল্‌তে চাই; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলিনে, ধর্ম্ম বাঁচিয়ে চলিনে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলিনে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না—চতুর্দ্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণশক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্ব্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি—কঠিন এবং প্রবল সঙ্কল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারিনে;—কী অব্যবস্থাকে কী অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত হইনে পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারিনে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে মনে গৃহে গ্রামে সমাজে স্বদেশে সর্ব্বত্রই নিদারুণ দৈন্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হোক—আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্বোধনের বিপুলবাণী উদ্গীত হতে থাক্‌, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ম্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি, আনন্দ-সঙ্গীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে

চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্ম্মচেষ্টায়, হে রুদ্র! তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক! আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল—তোমার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্য্যের আলোক, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আমাদের মন্ত্র, অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই, আমরা মান্‌বনা পরাভব, আমরা জান্‌বনা অবসাদ, আমরা কর্‌বনা আত্মার অবমাননা, চল্‌ব দৃঢ়পদে, অসঙ্কুচিত চিত্তে—চলব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে—তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাক্‌বে, চারিদিক থেকে আহ্বান আস্‌তে থাক্‌বে, এস, এস, এস,—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরজীবনের সিংহদ্বার—কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ—অন্তরে বাহিরে কল্যাণ,—আনন্দং আনন্দং, পরিপূর্ণমানন্দং।

মহর্ষির বার্ষিক শ্রাদ্ধ-বাসর।

বিগত ৬ই মাঘ শুক্রবার মহর্ষিদেবের তিরোধান উপলক্ষে তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় সভা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারকগণ প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি কৃতবিদ্যলোকের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনা শেষে তিনি মহর্ষি সম্বন্ধে যে চিন্তাশীল প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। তৎপরে শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু তাঁহার বিচিত্র ও ওজস্বিনী ভাষায় মহর্ষি-চরিত্র আলোচনা করেন। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীমৎ মহর্ষি চরিত্রের মৌলিকতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতা নিম্নে প্রকাশিত হইল। সঙ্গীত হইয়া সন্ধ্যার পরে সভা ভঙ্গ হইয়াছিল।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

মহাপুরুষদের মৃত্যু নাই, তাঁহারা অমর। মৃত্যুর পরেও তাঁহারা জীবন্তের ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করেন; আমাদের হস্ত ধরিয়া অমৃতের পথে লইয়া যান—যাত্রী যারা পিছিয়ে আছে তাদের এগিয়ে যাবার সহায়তা করেন। বুদ্ধদেব যখন আপনার মঙ্গলব্রত সমাপন করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরুদেব, আপনি ত আমাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিলেন, এখন আমাদের গতি কি হইবে? আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?' বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "আমি তোমাদের জন্য যে সমস্ত নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছি, আমার শিক্ষা ও উপদেশ, সেই আমার প্রতিনিধি রহিল। তোমরা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না। তোমরা প্রত্যেকে আপনি আপনার প্রদীপ, আপনি আপন নির্ভরদণ্ড!" মহর্ষিদেব সম্বন্ধেও এই কথাগুলি খাটে। তিনি যদিও এখানে সশরীরে বর্ত্তমান নাই, তবু তিনি আছেন। তিনি আমাদের জন্য তাঁহার পুণ্য জীবন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা উপদেশ দৃষ্টান্ত তাঁর প্রতিনিধি। এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ—ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁর অমূল্য দান। আমি আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয়ে দুএকটি কথা বলিব। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, ইহা সার্ব্বজনীন, সকল ধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি; ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম এই দুয়ের শুভমিলন—এই দ্বৈততত্ত্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে প্রথম দেখা আবশ্যক ধর্ম্ম কি? আমরা চারিদিকে সামান্যতঃ

দেখিতে পাই যে কতকগুলি বাহ্যিক আচার ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড জনসাধারণে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। জপমালা তিলক-ধারণ, তীর্থ ভ্রমণ, গঙ্গাস্নান, জাতিভেদের নিয়ম-পালন—এই সমুদয় ধর্ম্ম বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু ভ্রাতৃগণ এ সমস্ত কেবল খোসা, বহিরাবরণ, সার বস্তু নয়। কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বর আসল ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক অন্তরের জিনিস; ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া আত্মত্যাগ—এই সমস্ত আধ্যাত্মিক উপকরণে ধর্ম্ম সংগঠিত। যখন আমরা অশেষ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া ন্যায়পথ অনুসরণ করি, যখন অস-ত্যের আবর্জনার মধ্য হইতে সত্যকে গ্রহণ করি, সত্যকে জীবনের অধিস্বামীরূপে বরণ করি, যখন শত্রুকেও অক্ষুব্ধচিত্তে ক্ষমা-করি, আপনাকে বঞ্চিত করিয়াও দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন করি, যখন স্বার্থত্যাগ করিয়া লোকহিত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করি, যখন প্রবৃত্তির প্ররোচনা অগ্রাহ্য করিয়া বিবেকের আদেশ পালন করি, তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয়। ধর্ম্ম সেই যার বলে আমরা সংসারের উপর জয়লাভ করিতে পারি—যার প্রভাবে আমাদের চরিত্রকে মহোচ্চ আদর্শে গঠিত করিতে পারি। মহর্ষির প্রসাদে আমরা উপনিষদের মহাবাক্য শিখিয়াছি

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি
হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যের সম্মুখে আসে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া লইতে হয়। বাছিয়া যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

এই শ্রেয় প্রেয়ের সঙ্ঘর্ষে আমরা প্রেয়কে পরাজয় করিয়া যে ধর্ম্মবল উপা-র্জ্জন করি তাহাতেই আমাদের চরিত্র গঠিত হয়, সেই আমাদের অনন্তকালের সম্বল।

আমরা মহর্ষির জীবন পুস্তক হইতে আর একটি বিষয় জানিয়াছি যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা যায়। আমাদের মধ্যে সাধারণ সংস্কার এই যে ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া নির্জনে ধ্যান ধারণা করা আবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি তাঁর জীবনে দেখাইলেন যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম পালন করাই শ্রেয়স্কর। তিনি সংসারী ছিলেন অথচ নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিচরণ করিতেন। তিনি মহাজনের হিসাবে যথাসর্বস্ব পণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন "এই আমাদের বিশ্বজিৎ যজ্ঞ," তখন হইতে তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইলেন। তিনি আপন প্রিয়তমকে অন্বেষণ করিতে করিতে যে উপনিষদের পাতা কুড়াইয়া পাইলেন তাহাতে কি লেখা ছিল?

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

ঈশ্বরের দান উপভোগ কর কিন্তু ত্যক্ত ভাবে নির্লিপ্ত ভাবে উহা ভোগ করিবে, পরধনে লোভ করিবে না। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজে থাকিয়াই তাহার বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। সংসার আমাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র—কর্ম্মই জীবন। সংসার ছাড়িয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ভীরুর ন্যায় পলায়ন করাতে মনুষ্যত্ব হয় না—সংসারের প্রলোভনরাশি অতিক্রম করিয়া তাহার উপর জয়লাভ করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। তা ছাড়া দেখিবে আমরা যেখানেই যাই সংসার ছায়ার ন্যায় আমাদের অনুগামী হয়, এক আকারে না হউক অন্য আকারে। প্রবৃত্তি বাসনা আমাদের সঙ্গের সঙ্গী—তাহাদের হস্ত এড়াইবার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে একটি কবিতা মনে পড়িল—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যস্য বর্ত্তনং
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং।

রিপুর যে বশ বনে যায় সে কি লাগি?
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যার গৃহে সে বৈরাগী।
অনিন্দিত কর্ম্মে সদা আছে যার মন,
বীতরাগ সে জনার গৃহ তপোবন।

যিনি সংযমী গৃহই তাঁর তপোবন, আর যে ব্যক্তি অসংযতচিত্ত তপোবনও তার অশান্তির আলয়। এই বিষয়ে মহর্ষির যা

উপদেশ তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব

ঈশ্বর প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন—জীবনের কর্ত্তব্য পালন—এই তাঁহার উপাসনা। প্রেম ও সেবা এই দুই একত্র না হইলে ব্রহ্মপূজা সম্পূর্ণ হয় না।

এই বীজমন্ত্র হইতে ঈশ্বর ও সংসারধর্ম্ম এ উভয়ের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিরূপিত হইতেছে। ভগবৎপ্রেম মূল প্রস্রবণ, তাহার জলে সংসারক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করিলে তবে সেই ক্ষেত্র সারবান হয় এবং পরিণামে অমৃতফল প্রসব করে। গীতাও উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর উদ্দেশে কর্ম্ম করিবে নহিলে কর্ম্মের বন্ধনকারিতা দোষ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মে বাসনা ত্যাগের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এই ত্যাগের মূল্য কি, যদি ইহার দ্বারা সেই পরমধন লাভ করিতে না পারি। ধর্ম্মের উত্তমাঙ্গ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্ম সারহীন বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে। আমাদের অন্তরে যে সকল গভীর অভাব আছে তাহা পূরণ করা—অনিত্যের মধ্যে নিত্য সত্যবস্তু উপার্জ্জন, দুঃখময় সংসারে শাশ্বত সুখ, পরম শান্তি লাভ করা, এই যে আমাদের আত্মার আকাঙ্ক্ষা, সেই অনন্তজ্ঞান প্রেমস্বরূপ ভিন্ন এ আকাঙ্ক্ষা আর কেহই পূর্ণ করিতে পারে না।

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি

ভূমাতেই আমাদের সুখ—অল্পেতে সুখ নাই।

অনাসক্তি ও বৈরাগ্য সাধনার অঙ্গ। অনাসক্তি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ঈশ্বর প্রীতিতে পৌঁছিতে হইবে, বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে অনুরাগ বন্ধন করিতে হইবে। নৈতিক ধর্ম্ম ব্রহ্মধামে যাইবার সোপানমাত্র। এই ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত যে ধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রহ্মের স্বরূপ কি?

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে দেখিতে পাই

অদৃশ্যং অগ্রাহ্যং অরূপমব্যয়ং—

ব্রহ্ম নিরাকার নির্ব্বিকার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ আমরা তাঁহার উপাসনার অধিকারী; মহর্ষির প্রসাদে আমাদের মধ্যে এই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কি প্রকারে হইতে পারে? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি কেনই বা না হইবে? সাকারের চেয়ে নিরাকার কি আমাদের বেশী নিকটের নয়? অদৃশ্যের সঙ্গে আমাদের কি নিকট সম্বন্ধ নাই? বলিতে গেলে, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় রাজ্যেই আমরা বাস করিতেছি। জড় জগতের ন্যায় অধ্যাত্মজগতেও আমাদের অবিশ্রান্ত গতিবিধি। আমরা যা চখে দেখি, কাণে শুনি, ধরিতে ছুঁতে পারি—তাই কি সত্য, তাই সর্ব্বস্ব? এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। একদিকে স্থূল শরীর—অপর দিকে সূক্ষ্ম আত্মা। আমরা যা চখে দেখি তা বাহ্য ক্রিয়া, তার মূল প্রবর্ত্তক অন্তরের ইচ্ছাশক্তি। যা কাণে শুনি তা কণ্ঠধ্বনি, যাহা হৃদয়ে বাজে তাহা সঙ্গীতরস-মাধুরী। আমরা একখানি সুন্দর চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হই, তাহার আকরভূমি চিত্রকরের সৌন্দর্য্য-রসবোধ। আমরা সুরস কাব্য পড়িয়া আনন্দিত হই কিন্তু তাহার গোড়ার কথা হচ্চে কবির কল্পনা। স্মৃতির সূত্রে আমরা অতীতকে বাঁধিয়া রাখি, আশার জাল সদূর ভবিষ্যতে বিস্তার করি। সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, আশা সকলি অদৃশ্য অধ্যাত্ম-জগতের জিনিস, অথচ জীবনে ইহাদেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই জড়জগত সূর্য্য চন্দ্র তারা ইহাদের কিছুই গৌরব নাই, যদি ইহাদের মধ্যে এক চৈতন্যময় পুরুষের জ্ঞান ও কৌশল অনুভব না করি। আমরা যেমন আমাদের শরীরের ব্যবধানের মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিতেছি, জানিতেছি—তেমনি এই প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া সেই আত্মার আত্মা

পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। এই জ্ঞানকে জড়রূপে কল্পনা করা—অসীমকে সীমাবদ্ধ করিয়া অর্চনা করা আমাদের ভ্রমান্ধতা মূর্খতা মাত্র। তাই বলিতেছি আমরা যে অমূর্ত ব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী হইয়াছি ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু এই ঈশ্বর শুধু যে বহির্জগতে দীপ্যমান তাহা নহে, তিনি অন্তরের অন্তর। মহর্ষি এই সত্যটি অনেকানেক উপদেশ দ্বারা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সকল উপদেশের সারতত্ত্ব এই যে ঈশ্বরকে আত্মাতে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহাকে বাহিরে দেখা দূরে দেখা, আত্মাতে দেখাই যথার্থ দেখা। আশ্রিত কি আশ্রয় হইতে দূরে থাকিতে পারে? পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ বলিয়া গিয়াছেন। "তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন যে আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে—তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা যখন তাঁহাকে স্পর্শ করে, তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করে, তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে, তাঁহার অমৃত রস আস্বাদন করে, তখন তাহার চক্ষু কর্ণ ও অপর ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক হয় না। তাঁহার সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ যে জীবাত্মাতে তাঁহাতে আকাশেরও ব্যবধান নাই, কেন না তাঁহারা উভয়েই আকাশের অতীত। সেই অমৃতের প্রিয় আবাস-স্থল যে পুণ্যাত্মার হৃদয় তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট, এমন আর কোথাও নাই, আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই সমুদ্রে নাই।"*

একজন খ্যাতনামা ঘোর বিষয়ী জমিদার এক দিন কথায় কথায় মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ঈশ্বর যে আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি?" তিনি উত্তর করিলেন "ঐ দেওয়াল যে ওখানে আছে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি?" সংশয়বাদী হাসিয়া বলিলেন "দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে, আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব কি? আরে, ঈশ্বর আর দেওয়াল এ বুঝি সমান হইল?" মহর্ষি বলিলেন এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু—তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন।"

হায়! আমরা বিষয়ার্ণবে মগ্ন থাকিয়া সেই অন্তরতম পরমাত্মার দর্শন পাই না। বন্ধুগণ! এই সকল সাধু-ভক্তদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হও, তাঁহাদের আশ্বাস বচনে আশ্বস্ত হও, সাধনায় তৎপর হও অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবে। ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁহাকে চায় সেই তাঁহাকে পায়।

প্রথম বয়স হইতেই মহর্ষি ঈশ্বরের জন্য এক গভীর অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম পিপাসায় কত সংস্কৃত কত ইংরাজী দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব সেই অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচিল না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতে লাগিল। অনেক কঠোর সাধনার পর তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল—তিনি যা চান তাহা পাইলেন। তাঁহার আত্ম-জীবনীতে এই সময়কার আধ্যাত্মিক অবস্থা এইরূপে বর্ণিত আছে;—"এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন; তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম, জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা হইলেন এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আমার আশাতীত ফল লাভ করিলাম, পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। হে নাথ, এখন তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরো জাজ্বল্য হইয়া আমাকে দর্শন দেও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার সৌন্দর্য্য নবতর রূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হউক। তুমি এখন আমার নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই

* ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

চলিয়া যাও, তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না, তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও। ইহা বলিতে বলিতে অরুণ কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে না পাইয়া মৃত দেহে শূন্য হৃদয়ে বিষাদ অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেমরবির অভ্যুদয়ে আমার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, বিষাদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন স্রোত বেগে চলিল, প্রাণ বল পাইল। আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। জানিলাম, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয় সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না।"

আত্মজীবনী—পৃঃ ৪৮, ৪৯।

আরো একটী গভীর তত্ত্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত, সে এই যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। পিতা পুত্রের সম্বন্ধ যেরূপ, সখায় সখায় যেরূপ সম্বন্ধ, আশ্রয় আশ্রিতের যে সম্বন্ধ, জীবাত্মা পরমাত্মার সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঈশ্বরের দ্বারস্থ হইবার জন্য কোন গুরু পুরোহিত বা অবতারের মত কোন মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই; তিনি আমার আপন, আমার হৃদয়েশ্বর। এই সম্বন্ধ হইতে পরলোকতত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। যে মানব ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত রহিয়াছে সে মৃত্যুর অতীত শক্তিকে—সেই মৃত সঞ্জীবনী শক্তিকে দেখিতে পায় না। পরলোক তাহার নিকট অন্ধকার। অনন্ত জীবনে বিশ্বাস তাঁহারই জন্মে যিনি অনন্ত স্বরূপের সহিত যোগবন্ধন করেন। এখানেই এই যে যোগের সূত্রপাত, ইহার শেষ এখানেই নহে। ইহা শাশ্বত যোগ, ইহার ভঙ্গ নাই, অবসান নাই। যখন সাধক ঈশ্বরের সহিত এই প্রেম বন্ধন স্থাপন করেন তখন

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

হৃদয়ের গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রেমবলে বুঝিতে পারি যে সেই প্রেমময়ের সহিত আমার যে বন্ধন তাহা দুদিনের তরে নয়, তাহা অনন্তকালের বন্ধন। সহস্র যুক্তি তর্কে যাহা না হয় এক ব্রহ্মযোগে তাহা সাধিত হয়। মহর্ষি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যানে বলিতেছেন—

"সেই অমৃতের আশ্রয়েই মনুষ্য অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। যতদিন আমাদের সংসারের অধীনতা, ততদিন আমরা মৃত্যুর পাশে বদ্ধ আছি। সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি—ঈশ্বরই অমৃত-নিকেতন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেই আমরা সংসারের পার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পাই" যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই; যেখানে অন্ধ যে সে অনন্ধ হয়, বিদ্ধ অবিদ্ধ হয়, উপতাপী অনুপতাপী হয়; যেথানে যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে"। এই সেই চিরপ্রদীপ্ত ব্রহ্মলোক যাহার জন্য আমি আমার এই শেষজীবনে আকুল প্রাণে চাহিয়া আছি।

হে পিতা! আজ আমরা বন্ধু বান্ধব ভাই বোন মিলে তোমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে আর কি জানাব? তুমি তোমার পুণ্যধাম থেকে ক্ষীণপ্রাণ হীনবল যে আমরা আমাদের উপর দৃষ্টি রেখো। যখন আমরা জীবন-সংগ্রামে শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ি তখন যেন তোমাকে মনে করে নূতন উৎসাহ ও সাহস পাই। হে গুরুদেব! তোমার শিক্ষায় আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় সবল হোক্, আমাদের নীরস প্রাণ প্রেম-সলিলে সিক্ত হোক্। আমাদের হীনতা মলিনতা ঘুচিয়া যাক্। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সকল প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করে তোমার প্রদর্শিত পুণ্য পথে অপরাজিত চিত্তে বিচরণ করতে পারি। আর হে পিতা তাঁকে যেন ভুলে না যাই, যাঁকে পাবার জন্য তুমি কত সাধনা, কত তপস্যা করেছিলে, যাঁকে পেয়ে তুমি জ্ঞানতৃপ্ত প্রেমতৃপ্ত হয়ে অক্ষয় সম্পদ শাশ্বত শান্তি লাভ করলে। আমরাও যেন তোমার সেই প্রিয়তমের সহচর অনুচর হয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি এবং জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে তোমার চরণে গিয়া মিলিত হই।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা।

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখ্‌তে পাচ্চি সে হচ্চে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক্, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্চে না; তাল সে যত দুরূহ তালই হোক্, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং স্ফূর্ত্তি, স্পন্দন এবং নর্ত্তন, অথচ সর্ব্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করচে, সূর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে কোন এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই—আমরা সকাল বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে একথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেম্‌নি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য ত সহজ সামঞ্জস্য নয়—এ ত মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা—কেউবা পিছনের দিকে টানে কেউবা সামনের দিকে ঠেলে, কেউবা গুটিয়ে আনে, কেউবা ছড়িয়ে ফেলে, কেউবা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্চে, কেউবা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্ত্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্‌বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। এই সমস্ত শক্তি অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে, তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত; কিন্তু এই সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখ্‌তে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্যে এই সামঞ্জস্যই হচ্চে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তং, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্য সাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে—এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে; কখনই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্চে। "এষ সেতু বিধরণ লোকানামসম্ভেদায়।"

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্‌গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্ব্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্ব্বাণ শব্দটির অর্থ যে কি ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায় এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়াল সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়াল; সেইদিন থেকে প্রাচীন তপসাশ্রমের স্থলে আধুনিককালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠ্‌ল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এইরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখ্‌তেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস

ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলচে, তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক্ এই তাঁদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করে দিতে হয়।

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে এতবড় একটা বিচ্ছেদ কখনই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না! বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না, কী রাষ্ট্রতন্ত্রে, কী সমাজতন্ত্রে, কী ধর্ম্মতন্ত্রে!

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে হৃদয় পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল।

এখন আবার সকলে একেবারে উল্টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে সাধনার সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগ্‌ল। তার আর সমস্তকেই খর্ব্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগ-চাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগ্‌ল এবং সেই রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাব-বিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে!

কিন্তু ভগবানকে এই রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনই মানুষ এমন কথা অনায়াসে বল্‌তে পারে যে, ভক্তিপূর্ব্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক্ না কেন তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ যেন, পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষ্যটা যাই হোক্, ভক্তির প্রবলতা দেখ্‌লেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়—কারণ প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে ত একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিক্‌কে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে, তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চ্চায় মানুষ কখনই মনুষ্যত্ব লাভ করেনা এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না!

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ্য হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মত ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কা'কে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল;—জগদ্ব্যাপারের সর্ব্বত্রই একটা জ্ঞানের, ন্যায়ের, নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দ্দিকে ধূলিসাৎ হতে চল্‌ল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্ম্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্ম্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ

নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বল্লেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্ম্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করেনি, তার পরে যখন জ্ঞান বড় হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম্ম উভয়কে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্ম্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটী সম্পূর্ণ জুড়ে বস্‌ল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোট করে দিলে, এমন কি ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণ গুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্য্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তি সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাক্‌তে পারে কিন্তু তার সর্ব্বাংশের ক্ষুধা একদিন না-জেগে উঠে থাক্‌তে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্ সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্ম্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিষ জগতে অনেক আছে—কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয় যে সত্য চায়, সে ত ভুল্‌তে চায়না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরতেই হবে—তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে—কিন্তু উপায় নেই—তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসা মাত্র নয় কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়—এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে;—তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয় আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময় বলেছিল—ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাকে চেয়েছিলেন—এই জন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত্ত তিনি থাম্‌তে পারেননি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হননি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেই জন্যেই এদেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী!

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি একথা বুঝেছেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায় কেননা সমস্ত রসের সার তিনি—রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয়-দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন :—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্যপ্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে ফিরে আসে কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা, মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে;—সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাক্‌তে পারে না। সে একথা কাউকে বলে না যে, তুমি দুর্ব্বল, তোমার সাধ্য নেই, কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়,—আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না—পথ যত দীর্ঘ দুর্গম হোক্ না এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন—আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক্ থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক্ থেকে নয় এই জন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের

প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্ম্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনো মতে তাঁর কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন-তা ভাল করে জানবার পূর্ব্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এই জন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন, পরিমিত পদার্থের মত করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মত যাঁকে না-পাওয়া যায় না—যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব্ব করতে হয় না :অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না—যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট নন, যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানিনে সেও তাঁকে জানেনা। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন ভগবৎ-পিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল! অথচ :তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্য্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্য্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুতঃ যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন তেমনি পারস্যের সৌন্দর্য্যকুঞ্জের বুল্‌বুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দ-প্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্য্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেম্‌নি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলি রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্ম্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটা মাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য :একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করেনি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারাই সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশ বাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্ম্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এই-জন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হোক্ নির্জ্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি।—তাঁর ব্রহ্ম একলার নয়, তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম ;—নির্জ্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা, অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্চে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা এঁকেই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। একথা মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ

করে এনেছিলুম ; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর কর্ম্মের যেখানে যথার্থ বীর্য্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার করে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ করে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করিনি। দুর্ব্বলতা বশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্ব্বলতা এপর্য্যন্ত কেবলি বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন—তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রলয় ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্ব্বপ্রকার আঘাত এসে পড়েছিল, তারি মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করিছিলেন তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতি-দুর্গের যে রুদ্ধদ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে, আপনার ধর্ম্মকে সমাজকে আপনার আচার ব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে ; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আস্‌তে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়ের সঙ্কোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠ্‌চে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্যব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্চে, সেইখানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্চে, সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্চে এবং সেইখানেই প্রবলবেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্চি—এই রকম সময়েই যে সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে করে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে, যে বিশ্লিষ্টতা এদেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলচে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদ-কাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন ; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্য্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না, ঘরে বাইরে, শয়নে, আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্ম্মে, কি বিষয় কর্ম্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না ; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত যাহা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার বা সৌন্দর্য্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটবড় এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে, নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন করে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসানপর্য্যন্ত দেখা গেছে তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোন বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি—সর্ব্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসী পর্ব্বতে গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্ব্বত্যগৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বস্‌তেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করতেন—তেমনি আবার জ্ঞান আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিন খানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনের রোমের ইতিহাস ছিল ;—তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্ম্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা কিছু পরিণতি ঘট্‌চে সমস্তই মনে মনে পর্য্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্ব্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে ;—গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্ব্বদা কি রকম জাগ্রত ছিল তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্কষ্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বল্লেন, দেখ আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি ; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্চি কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে

দেবেনা।—আমি বেশ বুঝতে পারলুম শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্ত্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল—সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণ চিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্য্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় করে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অক্ষুব্ধতরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক্! তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়চে, এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করচে। সকল শক্তি সকল কর্ম্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হোক্! কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্ব্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্ত্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায় —সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে' বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আস্‌তে থাকে;—আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্ব্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্ম্মসাধনায় ও কর্ম্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্ব্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে; সকল প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসঙ্গত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেল্‌চে; নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধি ও দুর্ব্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্ব্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি, সেই জন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিত্রে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সঙ্কোচমাত্র বোধ করিনে এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার চির-প্রচলিত আচার বিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেই জন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখ-দারিদ্র্য অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলি নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্ব্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্ব্বেই দুটি একটি করে ভক্ত বিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চম স্বরে আনন্দবার্ত্তা ঘোষণা করচে, আজ আমরা দেশের নব উদ্বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ম্ময় কল্যাণসূর্য্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা।

মহর্ষিদেবের চরিত্রের বিষয়ে যখন চিন্তা করি, তখন তাঁহার মৌলিকতা দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই। তাঁহার প্রথম মৌলিকতা এই, তিনি যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, তখন গুরূপদেশের সাহায্য বিনা তাহা লাভ করিলেন। সাধুসঙ্গে বসিয়া সদুপদেশ পাইয়া মানুষের মন পরিবর্ত্তিত হয় ইহা স্বাভাবিক। গুরূপদেশে কোনও নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব মানব-হৃদয়ে প্রতিভাত হয় ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু মহর্ষি কোন্ সাধুসঙ্গ করিয়া কোন্ গুরূপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন? তাঁহার আত্মচরিতে তিনি নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে গুরূপদেশ ব্যতীত ঐ পরমতত্ত্ব স্বতই তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। ঐ আলোক অতর্কিত ভাবে তাঁহার চক্ষে আসিয়াছিল এবং তাঁহার জীবনকে

অধিকার করিয়াছিল। পরমাত্মা পরম পুরুষ তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এই তাঁহার প্রকৃতির অদ্ভুত রহস্য।

তাঁহার দ্বিতীয় মৌলিকতা এই—যে তিনি উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান লইলেন অথচ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের যে প্রধান লক্ষণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। সকলেই জানেন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতবাদের সহিত জড়িত; আত্মা পরমাত্মার অভেদ-বুদ্ধির উপরেই তাহা স্থাপিত। এই উপনিষদ বা বেদান্তের উপরেই ভিত্তি স্থাপন করিয়া শঙ্কর অদ্বৈতবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। মহর্ষি উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান লইলেন কিন্তু অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলেন না।

তাঁহার তৃতীয় মৌলিকতা এই—যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লইলেন বটে কিন্তু অদ্বৈতবাদের ন্যায় আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানের আর একটি লক্ষণ বর্জ্জন করিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান সমাজ-বিমুখ অর্থাৎ তাহা জনসমাজকে ও সামাজিক সম্বন্ধ সকলকে মোহজাল বলিয়া মনে করে। তাহা মানবকে বলে

> কা তব কান্তা কাস্তে পুত্রঃ—
> সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
> কস্য ত্বং বা কুত আয়াত—
> স্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

অর্থাৎ হে ভাই তোমার আবার স্ত্রী কে, তোমার আবার পুত্র কে? এসংসার অতি বিচিত্র, তুমি কবে কোথা হইতে আসিয়াছ, তাহা একবার চিন্তা কর।

এইরূপে জ্ঞানমার্গ এদেশে সন্ন্যাসীর মার্গ হইয়াছে। মহর্ষি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলেন, অথচ সমাজ-বিমুখ হইলেন না, ব্রহ্মজ্ঞানকে গৃহ পরিবারে ও জন-সমাজে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। এ কেমন মৌলিকতা।

চতুর্থতঃ এদেশে চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, জ্ঞানপথাবলম্বিগণ ভক্তি পথাবলম্বিদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ভক্তগণ জ্ঞানীদিগকে গর্ব্বে স্ফীত ও পথভ্রান্ত মনে করেন; এবং ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই ধর্ম্মজীবনের চরিতার্থতা অন্বেষণ করেন। আবার কর্ম্মীগণ জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া বাহ্য ক্রিয়া কলাপে পরিতৃপ্ত থাকেন। কিন্তু মহর্ষিদেবের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম—তিন সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। তিনি জ্ঞানে উপনিষদের ঋষিদের অনুসারী ছিলেন, ভক্তিতে ভক্ত হাফেজের পক্ষপাতী ছিলেন, কর্ম্মে সাধন-নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষ ছিলেন। রবিবাবু এতৎ পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন তাহাতে ভক্তি ও ভাব এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা মনে রাখিবার মত কথা। এতদ্দেশে ভক্তি পথের সাধকগণ অনেক সময় ভাবুকতাকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভাবুকতা ভক্তি নহে। ভাবোচ্ছ্বাস ক্ষণিক—সাময়িক, তাহা মানবচরিত্রের উপরে থাকে, বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহার জোয়ার ও ভাঁটা আছে। ভক্তির জোয়ার ভাঁটা নাই তাহা অবিশ্রান্ত গতিতে আত্মার অন্তস্তম তলে প্রবাহিত থাকে। যে ভক্তির নামে ভাবুকতাকে দেখিতেছে, ভাবোচ্ছ্বাসের উপরে তাহার দৃষ্টি; ভক্তির গম্য ও আরাধ্য কে ও কি প্রকার তাহার সহিত তাহার তত সম্পর্ক নাই। আজ একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে লইয়া যে প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস হইতেছে, কল্য যদি ধড়াচূড়াধারী কৃষ্ণমূর্ত্তিকে লইয়া বা কালীমূর্ত্তিকে লইয়া সেরূপ হইতে পারে, তবে ঈশ্বরের বদলে ধড়াচড়াধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি লইতে তার আপত্তি

নাই। মনে কর, একজন মাতাল সে নেশা চায়, সুরার মাদকতার প্রতি তার দৃষ্টি, সেই জন্যই সে সুরাকে চায়। তুমি যদি সুরার পরিবর্ত্তে অডিকলোঁ খাওয়াইয়া সেইরূপ মত্ততা উৎপন্ন করিতে পার, তবে যাক সুরা আসুক আর অডিকলোঁ, তাহাতে কি? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি ছিল, কিন্তু ভাবুকতাত্মক ভক্তি নহে, তাহা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে হৃদয়ের প্রসার, প্রীতি-জনিত একাগ্রতা। তাঁহার জ্ঞান ভক্তিকে প্রসব করিয়াছিল, ভক্তি নীতিকে উৎপন্ন করিয়াছিল।

তাঁহার এই নীতির মধ্যেও আবার একটু বিশেষত্ব ছিল। এ জগতে সচরাচর যে নীতি দেখা যায়, তাহা লৌকিক নীতি। জনসমাজের সুখ অসুখের প্রতি মানবের স্তুতি নিন্দার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে নীতির নিয়ম সকল নির্ণীত হয়। "ওরে অমন কাজ করিস না, লোকে বল্‌বে কি"? এই ভাব সে নীতির মূলে। সুতরাং এ এ নীতিতে উত্থান পতন আছে। দেখা যায় সমাজভেদে অবস্থাভেদে তাহার ব্যবস্থার তারতম্য আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নীতি এরূপ লৌকিক নীতি ছিল না। তাঁহার নীতি পারমার্থিক নীতি ছিল। তিনি পরমাত্মার সহিত বিশুদ্ধ প্রীতি যোগে যুক্ত হইয়া অধ্যাত্মযোগের সাহায্যে নীতির ব্যবস্থা সকল নির্দ্ধারণ করিতেন। যে কার্য্যে বা যে আচরণে বা যে কথনে তাঁর অধ্যাত্ম যোগের ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বিষের ন্যায় বর্জ্জন করিতেন। আর যাহাতে সেই যোগকে ঘনীভূত করিত, তাহাকে বরণীয় মনে করিতেন। এই তাঁহার এক মহত্ত্ব।

সর্ব্বশেষে আমরা তাঁহাতে আর একটী স্মরণীয় বিষয় দেখিয়াছিলাম, যাহাতে তাঁহার মৌলিকতাকে প্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় প্রাচ্যানুরাগে উদ্দীপ্ত ছিল। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের উক্তির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়াছি, আর কাহারও এরূপ দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না। যাহা কিছু এদেশীয়, যাহা কিছু হিন্দু তাহা তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় ছিল, অথচ তাঁহার সেই প্রাচ্যানুরাগ প্রতীচ্য বিদ্বেষকে উৎপন্ন করে নাই। প্রতীচ্য দর্শন প্রতীচ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। তিনি নিজের অধীত যে সকল গ্রন্থ বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে দিয়া গিয়াছেন, গিয়া দেখুন তাহাতে ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, কুজান, স্পেন্‌সার মিল প্রভৃতি ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিদিগের গ্রন্থাবলি রহিয়াছে। ঐ সমুদয় গ্রন্থের পার্শ্বে তাঁর নিজের পেনসিল লিখিত মন্তব্য রহিয়াছে। কি রূপ মনোযোগের সহিত তিনি সেগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাতে যাহা দেখিয়াছি, তাহার সকল কথা বলিবার সময় নাই। সংক্ষেপে বলি প্রতীচ্য বিদ্যা-বিষয়ে তিনি আমাদের মধ্যে একজন পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন।

সংক্ষেপে আমার মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, আমি যাহাকে ধর্ম্ম-জীবন বলি, তাহার এরূপ পূর্ণ আদর্শ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম, ধন্য ব্রাহ্মসমাজ যে এমন আদর্শ উৎপন্ন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে।

নানা কথা।

(প্রাপ্ত)

মহর্ষির দীক্ষাদিন উপলক্ষে ৭ই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনে একটি উৎসব হইয়া থাকে। শান্তিনিকেতন

স্থানটি লুপ্‌লাইনের বোলপুর ষ্টেসন হইতে একমাইলের কিছুঅধিক দূরে উচ্চভূমির উপর স্থাপিত। বৎসরের ভিতর, ঐ ৭ই পৌষের দিন এই আশ্রমটি একেবারে জনাকীর্ণ হইয়া উঠে। বহুপূর্ব্বে স্থানটি অতি নির্জ্জন ছিল ; ইহার খোঁজ কেহ রাখিত না। পরে মহর্ষির সাধনক্ষেত্র হওয়ায় আজ শান্তিনিকেতন অনেকেরই নিকট সুপরিচিত শান্তিনিকেতনের সংলগ্ন আশ্রম-বিদ্যালয়ও সেদিন উৎসবানন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠে। উৎসব উপলক্ষে এখানে একটি মেলার সমাগম হয় তাহা কেবল ঐ একদিনের জন্য। নিকট এবং দূর হইতে দোকানপাট্ লইয়া অনেক লোক একত্রিত হয়। ৬ই পৌষ হইতে শান্তিনিকেতনের সম্মুখের মাঠ দোকানীদের অস্থায়ী বিপনীরচনায় লোকসমাগমের সূচনা করিয়া দেয়। ৭ই পৌষ তাহা একেবারে জমিয়া উঠে। জন সাধারণের আমোদের জন্য প্রতি ৭ই পৌষের সন্ধ্যা-উপাসনার পর বিবিধ প্রকারের 'আতসবাজি পোড়ানো' হইয়া থাকে। এইরূপ 'বাজিপোড়ানো' দেখিবার সুযোগ নিকটবর্ত্তী বীরভূমবাসিগণ অতি অল্পই লাভ করিয়া থাকেন। তাই লোকেরা অধিকাংশই মেলা ও 'বাজিপোড়ানো' দেখিবার জন্যই কৌতুহলী হইয়া সমাগত হয়। ইহার ভিতরের উপলক্ষটির সহিত তাহারা বড় যোগদিতে পারে না।

উৎসব-উপলক্ষে বাহির হইতেও অনেক ভক্ত সমাগত হইয়া থাকেন। এবারকার উৎসবে বাঁকীপুর হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় ও শিলঙ হইতে অনেকা ব্রাহ্ম মহিলা ও দুইজন ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়াছিলেন। এ'ছাড়া কলিকাতা হইতেও অনেক বন্ধু ও উপাসক আগমন করিয়াছিলেন। এবারকার উৎসবের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

এবার ৭ই পৌষে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অন্যান্য দিন অপেক্ষা কিছু প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া উপাসনা মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। স্নানের পর সকলে মন্দিরের উপাসনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ছাত্রগণ সকলে যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল,—সকলে সুস্নাত সুশোভন ও সুন্দর। ক্রমে তাঁহারা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সকলের মুখেই পবিত্রতার আলো। আশ্রমলক্ষী যেন সে দিন তাঁর সন্তানগুলির ললাটে তাঁহার পুণ্যহস্তের স্পর্শদান করিয়া তাহাদিগকে জগৎ-পিতার চরণে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অভ্যাগত ভদ্রলোক, অধ্যাপকগণ, বিদ্যার্থীরা এবং আরো কত লোক সেদিন একই উদ্দেশ্য লইয়া মন্দিরে দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রাতের উপাসনায় যে সকল গান গীত হইবে তাহা ছাপান ছিল; তাহাই মন্দির-দ্বারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একখানি করিয়া দেওয়া হইল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিলেন। চারিদিকে কি গভীর শান্তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। নির্ম্মল উষার আলোক তখন আশ্রমের প্রতি বৃক্ষ-চূড়ায় আসিয়া পড়িতেছিল। ভিতর এবং বাহির দুই-ই সে দিন প্রভাতে অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য এবং পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল।

মন্দিরের ভিতর স্থানাভাব হওয়ায় অনেকে বাহিরে বসিলেন। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ অর্চ্চনার পর উদ্বোধন করিলেন। তিনি যে অভয় বাণীতে উৎসবক্ষেত্রে সমগ্র মানবকে আহ্বান করিলেন তাহাতে মন নির্ভয় হইল। এবার উপাসনার সমস্ত সঙ্গীতগুলিই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সুকণ্ঠ বালকবৃন্দের দ্বারা গীত হইয়াছিল। সঙ্গীতগুলি উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়কে গভীর তৃপ্তিদান করিয়া উপাসনায় চিত্তসমাধান করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

প্রথম সঙ্গীতের পর এবং স্বাধ্যায়ের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী হইতে একটি গান গাহিলেন। সঙ্গীতটি যেন উৎসব-উৎসকে একেবারে খুলিয়া দিল। ইহার পর আশ্রমের বালকবৃন্দ কয়েকটি মনোরম সঙ্গীত গান করিলেন। সেগুলি সমস্তই ঐ ভক্ত কবির নবরচিত। সঙ্গীতের পর রবীন্দ্রনাথ একটি লিখিত উপদেশ পাঠ করেন। "বাজে বাজে জীবন-বীণা বাজে"—এই জীবন-বীণার সুরে সেদিনকার প্রত্যেক উপাসকের হৃদয়তন্ত্রী কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। উপদেশ পাঠের পর বালকগণ সুমধুর কণ্ঠে শেষ কয়েকটি সঙ্গীত গান করিলেন। তৎপরে প্রাতঃকালের মত মন্দিরের কার্য্য শেষ হইল। সকলে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যথাযোগ্যকে নমস্কার ও আলিঙ্গনের দ্বারা উপাসনার উপসংহার করিলেন।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া দেখি বাহিরে লোক আর ধরে না। ভোরের বেলা হইতে জন সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখি দোকান বসিয়াছে ও বাজির তাঁবু পড়িয়াছে। সম্মুখে একেবারে লোকে লোকারণ্য।

উদ্যানের সপ্তপর্ণ বৃক্ষটি আশ্রমের প্রাচীনতম বনস্পতি। যখন শান্তিনিকেতন জনশূন্য দিগন্তবিস্তৃত মাঠ মাত্র ছিল, যখন ইহার মধ্যবর্ত্তী পথ দস্যুদের লীলাভূমি ছিল, সে দিনে মহর্ষি এই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় এই বৃক্ষের নিম্নে আপনার ধ্যানাসন পাতিয়াছিলেন। তখন কোথায় মন্দির, কোথায়

উৎসব, কোথায় শান্তিনিকেতন, আর কোথায় এই ব্রহ্মবিদ্যালয় ? কয়েক বৎসর হইল এই বৃক্ষের নিম্নে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদিকা রচিত হইয়াছে। বেদিকার সম্মুখে প্রস্তরে "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" খোদিত রহিয়াছে। এই-স্থানে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া কতদিন তিনি জগৎ পিতার সহিত যুক্তাত্মা হইয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছিলেন। এই সেই মহাত্মার সাধনপীঠ। এখানেই দিনান্তে তিনি নিজের সমস্ত তপস্যা সম্মুখস্থ অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সহিত তাঁহার পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া দিতেন। আমরা সকলে সেই বেদিকার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলাম। অন্যান্যবারে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক পূজনীয় ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় আসিয়া এই স্থান পরিবেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন গাহিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবার আর কীর্ত্তন হইল না কিন্তু আর একটি আনন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদিকা-সম্মুখে বসিয়া আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সে উপলক্ষে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেরই প্রাণে কর্ত্তব্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। উপদেশে রবীন্দ্রনাথ দীক্ষার্থীকে দীক্ষা গ্রহণের গুরুতর দায়ীত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মহর্ষির সাধনক্ষেত্রে তাঁহারই দীক্ষার দিনে দীক্ষা লাভ করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের আত্মা ধন্য হোক।

মেলার মধ্যে প্রতিবারই একটি যাত্রার দল অভিনয় করিয়া থাকে। ইহাতে বোলপুর এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক আকৃষ্ট হইয়া আইসে। আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দও তাহা শ্রবণ করে। যাত্রা-ভাঙিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। জলযোগাদির পর সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার মন্দিরে উপাসনা হয়। কিন্তু বাহিরের জনতা এমন প্রবলবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গোলমাল উৎপন্ন করে যে তাহাতে মন্দিরের কাঁচের দেওয়ালের নানা স্থান আঘাত লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মন্দিরের ভিতরের উপাসনাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই জনপ্রবাহকে আটকাইয়া রাখাটাও ভাল দেখায় না। এই সকল কারণে এবার সাধারণের জন্য মন্দিরে ও যাঁহারা অন্তরের সহিত উপাসনায় যোগ দিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য ছাতিমতলায় সন্ধ্যার উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ছাতিমতলা পরিষ্কার করিয়া বেদির সম্মুখে সতরঞ্চ পাতিয়া ও গাছের ডালে ডালে বিচিত্র কাগজের জাপানীলণ্ঠন ঝুলাইয়া দেওয়ায় উপাসনার স্থানটি বড়ই মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানটি মেলার এক প্রান্তে বলিয়া তাহা মন্দির হইতে অপেক্ষাকৃত কোলাহলশূন্য ছিল। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। এবেলাও ছাত্রেরাই গান করিয়াছিল ও গানের ছাপানো কাগজ দেওয়া হইয়াছিল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, মহর্ষির আদর্শটিকে তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় অতি হৃদয়গ্রাহী করিয়া ব্যক্ত করেন। মহর্ষির জীবনীতে প্রতিভাত সত্যকে তিনি এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। মহর্ষির জীবনে কর্ম্মে ও ভাবে ধ্যানে এবং অনুষ্ঠানে যে একটি সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত লাভ করা যায় তাহাও এই উপদেশে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সঙ্গীতের পর উপাসনা শেষ হইল। উঠিবার সময় মনের অবস্থা আলোচনা করিয়া বুঝিলাম কিছু লাভ করিয়াছি।

ইহার পর আতসবাজি পোড়ানো আরম্ভ হইল। বহুবিধ বাজি প্রস্তুত হইয়াছিল। এরূপ প্রতি বৎসরই হয়। একটি বাজিতে "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" উজ্জ্বল নীল অক্ষরে রচিত হইয়াছিল, সেটি অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল।

ইহার পর উৎসবের আড়ম্বর ফুরাইল। সকলে কলকোলাহলে ধীরে ধীরে গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিল। আশ্রমপ্রান্তের পথ আলোকে একেবারে খচিত হইয়া উঠিল,—যেন আলোর মালা চলিয়াছে। তখন নক্ষত্র-খচিত নিশীথের অক্ষুব্ধ বিরাট শান্তি সকলের মস্তকে উৎসব দিবসের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া অস্ফুট-ধ্বনিতে স্বস্তিপাঠ করিতেছিল।

আশ্রমবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র।

মাঘোৎসব।—বিগত ১১ই মাঘ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একাকী আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপাসকবৃন্দে সমাজগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার অমূল্য উপদেশ এবার স্থানাভাব বশত পত্রিকায় প্রকাশিত হইল না। রাত্রের উপাসনাতেও শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় মুগ্ধ হন নাই এমন একজনও উপস্থিত ছিলেন না। তাহাও আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। মহর্ষির বাটীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গনে প্রায় আড়াই হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। এ বৎসর প্রাতে ও রাত্রের সমুদয় সঙ্গীত রবি বাবুর রচিত। তৎসমুদায়ের স্বরলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পর দিন রবীন্দ্র বাবু আহূত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করেন। তাঁহার নামে সমাজগৃহের মধ্যে লোকের ইয়ত্তা ছিল না। রাস্তার ফুটপাথ পর্য্যন্ত লোক দাঁড়াইয়াছিল। সে ব্যূহ ভেদ করিয়া সমাজগৃহে প্রবেশ করে কার সাধ্য। অনেককেই বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাশীল সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্র বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় সমগ্র বঙ্গদেশ স্তম্ভিত সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

Registered NO. C. 462.

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ-কল্প
তৃতীয় ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৮৯ সংখ্যা   ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সন ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ১ বৈশাখ, বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
ঔপনিষদ ব্রহ্ম	।০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	০৶
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রহ্মোপাসনা	⁄০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	⁄০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	।০
মাঘোৎসব	।০
ভগবদ্গীতা-সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৶০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	⁄০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৸০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵০

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২॥০
নবরত্ন-মালা	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০
মহাভারত	২॥০
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।০
	R.A.P.
Theist's Prayer Book	„ 1 „
Tuhfatl Muwahhiddin	„ 4 „
Doctrine of Christian Resurrection	„ 2 „
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	„ 1 „
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	।০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	।০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵০
বিবিধ-প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা	৵০
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. „ 4 „
Brahmic Advice, Caution and Help	„ 2 „
Adi B. Samaj as a Church	„ 3 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	„ 4 „
Theistic Toleration and Diffusionof Theism	„ 1 „
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথ	।০
ধর্ম্মমালা	৵০
হারামণির অন্বেষণ	।০
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।০
ধর্ম্ম	৸০
শান্তিনিকেতন	।০

Registered NO. C. 462

সপ্তদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০

৭৯১ সংখ্যা | ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিযুগাব্দ ৫০১০। ১ আষাঢ়, মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০। ডাক মাশুল ৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
ঔপনিষদ ব্রহ্ম	।০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
ভগবদ্গীতা-সংগ্রহ, বঙ্গানুবাদসহ	।০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পুর্ণ-পরাংশ	॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	১৷৶০
ধর্ম্মশিক্ষা	৵০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৷৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৶০

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	২।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	১৸০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।০
	R.A.P.
Theist's Prayer Book	,, 1 ,,
Tuhfatl Muwahhiddin	,, 4 ,,
Doctrine of Christian Resurrection	,, 2 ,,
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	,, 1 ,,
	R.A.P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	,, 4 ,,
Brahmic Advice, Caution and Help	,, 2 ,,
Adi B. Samaj as a Church	,, 3 ,,
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	,, 4 ,,
Theistic Toleration and Diffusionof Theism	,, 1 ,,
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৶০
বিবিধ-প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা	৵০
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথা	।০
ধর্ম্মমালা	৶১০
হারামণির অন্বেষণ	।০
ধর্ম্ম	।৵০
শান্তিনিকেতন	।০

Registered NO. C. 462.

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯২ সংখ্যা | ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ১ শ্রাবণ, শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ৎ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
ঔপনিষদ ব্রহ্ম	।০
শত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ-অর্দ্ধবচন সংগ্রহ একত্রে	৸/০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৶০
ধর্ম্মোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
ভগবদ্গীতা-সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৸/০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৸/০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵০

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	১৵০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত	৵০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।০
	R.A.P.
Theist's Prayer Book	,, 1 ,,
Tuhfatl Muwahhiddin	,, 4 ,,
Doctrine of Christian Resurrection	,, 2 ,,
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	,, 1 ,,
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. ,, 4 ,,
Brahmic Advice, Caution and Help	,, 2 ,,
Adi B. Samaj as a Church	,, 3 ,,
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	,, 4 ,,
Theistic Toleration and Diffusionof Theism	,, 1 ,,
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৶০
বিবিধ-প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	২৲
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা	৶০
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথ	।০
ধর্ম্মমালা	৶১০
হারামণির অন্বেষণ	।০
ধর্ম্ম	৸০
শান্তিনিকেতন	।০

Registered NO. C. 462.

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্মসংবৎ ৮০।

৭৯৭ সংখ্যা

১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সম্পাদক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ১ ভাদ্র, মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

মহাভারত।

মহাভারতের সমগ্র মূল আখ্যান প্রাঞ্জলভাষায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সুবৃহৎ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পড়িয়া উঠিবার অবকাশ বা সুবিধা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা এই পুস্তকপাঠে সমগ্র মহাভারত পাঠের ফল পাইবেন। আধুনিক রুচি অনুসারে ইহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পাঠোপযোগী হইয়াছে। ইহা প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে সমাপ্ত। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মূল্য ২৷৷০ স্থলে দুই টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কলিকাতা ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

সচিত্র সটীক ভগবদ্গীতা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

পদ্যে অনুবাদিত।

উপক্রমণিকায় গীতাধর্ম্ম আলোচনা। মূল লাল ও অনুবাদ কাল অক্ষরে মুদ্রিত। উৎকৃষ্ট কাগজ ও সুন্দর বাঁধান। পূজা পর্য্যন্ত মূল্য ২৷৷০ টাকা স্থলে ২৲ টাকা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

নব-রত্নমালা (সচিত্র)

বা

শ্রুতি, স্মৃতি, মেঘদূত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য, উদ্ভট ইংরাজী কবিতাবলী

হইতে রত্ন সংগ্রহ

(বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ)

মহারাষ্ট্রীয় সাধু তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গ সহ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত।

মূল্য ১৵০ এক টাকা দুই আনা মাত্র।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড—আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে

এবং ২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের

দোকানে প্রাপ্তব্য।

মহর্ষিদেবের আত্ম-জীবনী।

কাপড়ে বাঁধা ... ... মূল্য ২৲

আবাঁধা ... ... „ ১৷৷০

ব্রাহ্মধর্ম্মগীতা।

(মহর্ষিদেবের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের পদ্যানুবাদ)

ভাল বাঁধা ... ... ১৷৷০ টাকা।

কাগজে বাঁধা ... ... ১৲ টাকা।

আদি ব্রাহ্মসমাজে পাওয়া যায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সম্বলিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	৷৷০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৷৷০
উপনিষদ ব্রহ্ম	৷০
গদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৷০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৷০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
শ্রুতিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
পরলোক ও মুক্তি	৶০
ধর্ম্মোপদেশ	৷৷০
ব্রাহ্মোৎসব	৷৷০
ভগবদ্গীতা-সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১৷৷০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	৷৷০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৷৵০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৷৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵০

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২৷৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী	৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	১৵০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত	৵০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	৷০
	R.A.P.
Theist's Prayer Book	„ 1 „
Tuhfatl Muwahhiddin	„ 4 „
Doctrine of Christian Resurrection	„ 2 „
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	„ 1 „
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. „ 4 „
Adi B. Samaj as a Church	„ 3 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism?"	„ 4 „
Theistic Toleration and Diffusionof Theism	„ 1 „
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	৷৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৷৷০
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷০
সঙ্গীতমঞ্জরী	[illegible]
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷৷০
উদ্গীথ	৷০
ধর্ম্মমালা	৶১০
হারামণির অন্বেষণ	৷০
ধর্ম্ম	৷৵০
শান্তিনিকেতন	৷০

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭১৪ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ১ আশ্বিন, শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৴০। ডাক মাশুল ৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

Registered NO C. 462.

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯৫ সংখ্যা | ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

…রণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ১ কার্ত্তিক, রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
উপনিষদ গ্রন্থ	।০
শুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (মূল ও সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রহ্মোপাসনা	৵০
বৃহদারণ্যক কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
ধর্ম্মোপদেশ	।০
মহোৎসব	॥০
ভগবদ্গীতা-সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৸৶০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৵০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৸০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৶০

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	৩।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	২০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।০
	R.A.P.
Theist's Prayer Book	„ 1 „
Tuhfatl Mowahhiddin	„ 4 „
Doctrine of Christian Resurrection	„ 2 „
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	„ 1 „
	R.A.P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	„ 4 „
Adi B. Samaj as a Church	„ 3 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism?	„ 4 „
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	„ 1 „
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উপনীষা	।৶০
ধর্ম্মমালা	৶১০
হারামণির অন্বেষণ	।৵০
ধর্ম্ম	৸০
শান্তিনিকেতন	।০

Regestired NO C. 462.

সপ্তদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসংবৎ ৮০।

৭৯৭ সংখ্যা। ১৮৩১ শক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিযুগাব্দ ৫০১০। ১ অগ্রহায়ণ, বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০। ডাক মাশুল ৶০ আনা } আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

Regestired NO C. 462.

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯৭ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সন ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ৭ পৌষ, মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ৵০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

মহাভারত।

মহাভারতের সমগ্র মূল আখ্যান প্রাঞ্জলভাষায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সুবৃহৎ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পড়িয়া উঠিবার অবকাশ বা সুবিধা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা এই পুস্তকপাঠে সমগ্র মহাভারত পাঠের ফল পাইবেন। আধুনিক রুচি অনুসারে ইহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পাঠোপযোগী হইয়াছে। ইহা প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে সমাপ্ত। মূল্য ২॥০ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কলিকাতা ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

সচিত্র সটীক ভগবদ্গীতা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

পদ্যে অনুবাদিত।

উপক্রমণিকায় গীতাধর্ম্ম আলোচনা। মূল লাল ও অনুবাদ কাল অক্ষরে মুদ্রিত। উৎকৃষ্ট কাগজ ও সুন্দর বাঁধান। মূল্য ২॥০ টাকা।

আদি ব্রাহ্মসমাজে ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

ইংরাজীতে মহর্ষিদেবের আত্ম-জীবনী

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মূল্য ২॥০ টাকা।

মহর্ষির আত্ম-জীবনী কেবলমাত্র বঙ্গভাষায় থাকায় অন্যান্য প্রদেশের লোকের উহা পাঠ করিবার বিশেষ অসুবিধা হইত। এক্ষণে সেই অসুবিধা দূরকরণার্থে উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহর্ষিদেবের বিভিন্ন বয়সের ও তাঁহার পরিবারবর্গের কয়েকজনের আঠার খানি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং সাধারণের পাঠোপযোগী।

প্রাপ্তিস্থান—৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ।

মহর্ষিদেবের আত্ম-জীবনী

কাপড়ে বাঁধা ... ... মূল্য ২৲

আবাঁধা ... ... „ ১॥০

ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা।

(মহর্ষিদেবের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের পদ্যানুবাদ)

ভাল বাঁধা	...	...	...	১॥০ টাকা।
কাগজে বাঁধা	...	...	...	১৲ টাকা।

আদি ব্রাহ্মসমাজে পাওয়া যায়।

মাঘোৎসব উপলক্ষে সুলভ মূল্যে পুস্তক বিক্রয়।

আগামী ১১ই মাঘ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১লা হইতে ১৫ই মাঘ পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ১৫ই মাঘের পূর্ব্বে মনিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষের নিকট যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১৫ই মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠান হইবে না।

১৭৬৯ শক অবধি ১৮৩০ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০	।০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০	॥৵০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০	।০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০	।০
উপনিষদ ব্রহ্ম	।০	৵০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম	।০	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০	৵০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲	৪৲
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲	৸৵০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵০	৷৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০	৵০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০	৴১০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০	৴০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০	৴০
পরলোক ও মুক্তি	৵০	৴০
নবোপদেশ	॥০	।০
মাঘোৎসব	॥০	।০
ভগবদ্গীতা-সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০	৵০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥০	১॥০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পুস্ত-পরাংশ	॥০	॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৵০	॥০
ধর্মশিক্ষা	৵০	৵০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০	৴১০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৵০	৴০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৷৵০	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৵০	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵০	৵০

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥০	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷০	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১৷০	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷০	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷০	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০	৵০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২॥০	২৲
নবরত্ন-মালা	১॥০	৸০
আর্য্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৶০	৵০
মহাভারত	২॥০	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।০	।০
	R.A.P.	R.A.P.
Autobiography of Maharshi D. N. Tagore		2 8 ,,
Ditto Paper Cover		2 ,, ,,
Theist's Prayer Book	,, 1 ,,	,, ,, 6
Tuhfatl Muwahhiddin	,, 4 ,,	,, 2 ,,
Doctrine of Christian Resurrection	,, 2 ,,	,, 1 ,,
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	,, 1 ,,	,, 1 ,,
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.A. ,, 4 ,,	R.A.P. ,, 2 ,,
Adi B. Samaj as a Church	,, 3 ,,	,, 3 ,,
A Reply to the Query "What is Brahmoism	,, 4 ,,	,, 3 ,,
Theistic Toleration and Diffusionof Theism	,, 1 ,,	,, ,, 6
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০	।০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০	॥০
হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০	৷৵০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৪৲	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম গীতা	১৲	॥০
ঐ (বাঁধা)	১॥০	৸০
উদ্গীথ	।০	৵০
ধর্মমালা	৵১০	৵০
হারামণির অন্বেষণ	।০	।০
ধর্ম্ম	৸০	৸০
শান্তিনিকেতন	।০	।০
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲	২৲
আর্য্যামী সাহেবীআনা	৴০	৴০

Ragestired NO C. 462.

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯৮ সংখ্যা। ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।

শাক ১৮৩১। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ১ মাঘ, শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০। ডাক মাশুল ৵০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।